দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার বলে পরিচিত। মৃত্যুর প্রাক্-পর্বেও তিনি উপন্যাস ও গল্পে রাজ্যে চলমান । জীবন বৃত্তকে ধরার ঐকান্তিকতায় স্বাদের বিপুল বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে তাঁর গল্প নিবেদন। তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্প দুর্লভ বলিষ্ঠতা, তীব্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বিশাল মানবতাবোধ সমসাময়িক দেশকালের ঐতিহাসিক জীবন চরিত্র তাঁর সুদক্ষ লেখনীর সাহায্যে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে চিত্রিত। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিজীবন ও সমাজের চিত্র অপূর্ব করুণায়, মমতায় বর্ণিত হয়েছে আবার কোন কোন গল্পে ও উপন্যাসে আধুনিক যুগের বাংলাদেশের সমগ্র জীবন চিত্র স্পষ্ট। একটি যুগ অবসিত এবং সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে ধাবমান নব শিল্পপতির দল। গ্রাম্য জনপদ রাতারাতি যন্ত্রদানবের কৃপায় আধাশহরে পরিণত হচ্ছে। চিমনীর ধূম নিঃশ্বাসে গ্রামের আকাশ ও নারী মলিন। সর্বত্র আবিলতা বর্ধমান। চরিত্রভ্রষ্ট নরনারী বিত্ত ও বিলাসের সন্ধানে গ্রামের মায়া ত্যাগ করে, মাটির মেঠো সুর ভুলে শহরের কারখানার কালিঝুলি মাখছে। এই সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন অনন্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর উপন্যাস ও প্রধান প্রধান গল্পে চিত্রিত করেছেন। মাটির মানুষেরা প্রায়শই জৈব প্রবৃত্তির বশে সামাজিক মূল্যবোধকে আঘাত হেনেছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাৎসল্য, প্রেম, পশু প্রীতির মতো মানব-হৃদয়-বৃত্তিকে জৈবতার বা বিকারে বিদ্ধ করতে থাকে। এদের বাস্তবতা একেবারে প্রশ্নাতীত। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অভিজাত ভদ্রসমাজের পাশবিক উৎপীড়নের বীভৎস রূপও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তাইতো জমিদার সন্তান হয়েও সহানুভূতি ও করুণায় ওই ব্রাত্য, মন্ত্রহীন, নিপীড়িত মানুষগুলোর শরিক হওয়ায় তিনি ঐকান্তিক। নিজ ভূমি লাভপুর ছেড়ে কলকাতাকে বেছে নিলেও লাভপুর তথা রাঢ়ের মায়া কখনই লেখক ছিন্ন করতে সক্ষম হন নি।

পাপ, পুণ্য, প্রেম, ঘৃণা, কুটিলতা—মানবজীবনের সমস্তদিক ও প্রবৃত্তির মধ্যে জীবনরস, সন্ধানী দৃষ্টির সমগ্রতা, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির পটভূমিতে রাঢ় অঞ্চলের জনপদ-জীবন যাত্রার বিচিত্র ছন্দ, আদিম জীবনাবেগের প্রচন্ডতা, সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা ও তার সাথে নতুন সামাজিক শক্তির সংঘাত সেই সঙ্গে জমিদার, বেদে সাপুড়ে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কাহার, বাউরী, বাগদী-বিচিত্র মানুষের ভিড়। প্রতিটি চরিত্রই জীবনাবেগে উষ্ণ। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে শিল্পিমানসের যে জীবননিষ্ঠ কল্পনার সর্বত্রচারিতার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে; কাহিনীর বিশাল পটভূমিকা ও আঞ্চলিকতা হার্ডির ওয়েসেক্স নভেলের মতই চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য, ব্যক্তির মনোদ্বন্দ্ব এবং সমাজ-পরিবেশ ও মূল্যমানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব, অতিক্রান্ত যুগের সঙ্গে চলমান যুগের সংঘাত—প্রভৃতি বিষয় যে ভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে শুধু তিনি একজন কথাকারই নন, তিনি অধুনাতন বাঙালী জীবন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে প্রতিভাত।

তারাশঙ্কর উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রেই যশস্বী কুশলী শিল্পী। তাঁর সাহিত্যে এই দুই শিল্পরূপের উপকরণ উপাদান এবং চরিত্র প্রায় একই জীবন পরিধি থেকে সংগৃহীত। কিন্তু একই ধরণের অভিজ্ঞতার রূপ ভেদ মাত্র। তাঁর ছোটগল্পে সাধারণতঃ কাহিনীরও কিছু আকর্ষণ থাকে (অনেকটা Tale) অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি, বিস্ময়কর চারিত্রিক রহস্য উদঘাটন মানব প্রকৃতির বিচিত্র প্রকৃতির উন্মোচন—এই সব বিশিষ্ট গুণেই তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলোর জনপ্রিয়তা শীর্ষে উঠতে পেরেছে। সভ্যতা ও শোভনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্তরালে মানুষ যে আদিম প্রকৃতি ও আদি প্রবৃত্তির পঙ্কতিলক বহন করে চলেছে তা সমাজ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি স্পষ্ট ও জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্পে আঞ্চলিকতাও তারাশঙ্করের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্প কাহিনীর সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা এবং বাস্তবতাবোধ-ই আঞ্চলিকতার প্রেরণা। একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যকে গল্পের কাহিনী ও চরিত্রে সংক্রামিত করাই হ'ল আঞ্চলিকতা। এই ধরণের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) কোনো অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় সংস্কার, আচার-আচরণ, ভাষাগত প্রকৃতি যেন একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। বিশেষ ভূখন্ডের প্রাণরসে পাত্রপাত্রীর জীবন সঞ্জীবিত হয়। গল্পে তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেই অঞ্চলের ঐতিহ্য, সংস্কার, লোক-বিশ্বাস, ভাষাগত প্রকৃতি ও নৈসর্গিকতা চরিত্র গুলোর মাধ্যমে প্রতিফলিত। তারাশঙ্কর বীরভূমের বস্তুতঃ রাঢ়ের মাটি ও মানুষ, সেখানকার কাহার, বাগ্‌দী, ডোম, মুচি, বাউরী, দুলে প্রভৃতি নিম্ন হিন্দুসমাজ, দরিদ্র মুসলমানদের জীবনযাত্রা, বাউল ও তান্ত্রিকদের পীঠস্থান, শ্মশান-মন্দির-আখড়া, লোকসংস্কৃতি, লোক-উৎসব, সেখানকার শুকনো মাটি, রুক্ষ প্রান্তর, খরা, বন্যা ও মারীর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও বাংলার প্রত্যন্ত ভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এখানকার প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও আদিম সমাজলক্ষণ, এখানকার জনজীবনের নিজস্ব অর্থনৈতিক ইতিহাস, সমাজ ও গঠন

বৈশিষ্ট্য— সবই তারাশঙ্করের সমগ্র কথা সাহিত্যের পটভূমিকা রূপে গড়ে উঠেছে। চরিত্রগুলো বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে; তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটি ভৌগোলিক পরিধির অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। চরিত্রকে লেখক তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনেন নি। অঞ্চল বিশেষে সংস্কার, সংস্কৃতি, ভাষা, শুভাশুভ বোধ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা চরিত্রগুলোর মাধ্যমেই প্রতিফলিত। রাঢ় অঞ্চলের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, শস্যহীন মাঠ, শ্মশানে তন্ত্রসাধনা, মন্দির-পীঠে কাপালিকদের আনাগোনা, অরণ্যের আদিমতা, বাউরী, বাগ্‌দী, সাঁওতাল, বীরবংশী, ডোমেদের আদিম জীবনাচার, আরণ্যক জীবনবিশ্বাস ও ধর্মবোধ, বিচিত্র বৃত্তির মানুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রের জীবনধারার সহধর্মিতা, আদিম, সারল্য ও বন্য প্রকৃতি হিংস্রতা, লোভ, মাদকতা—সবই তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বিধৃত। সেখানকার বন্যজন্তু, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতির সঙ্গে সমাজচারী মানুষের একপ্রকার প্রতিবেশীত্ব, স্নেহ, বাৎসল্য প্রেমের জৈবিক ক্ষুধা—" Struggle for existence" এবং "Survival of the fittest—এই জৈব-নীতির অস্তিত্ব, টোটেম ও ট্যাবু প্রথার ক্ষীণধারা, সেখানকার লোক জীবন সংস্কৃতি, মেলা, কবিগান, ভাদু উৎসব, কীর্তন, বৈষ্ণবের কুঞ্জবিতান, বৈরাগী বাউলের একতারা সেইসঙ্গে অন্নসমস্যা, জৈবসমস্যা, মানস বিকৃতি— এগুলোর বিশ্বস্ত জীবন চিত্র তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন। এরই মধ্যে দিয়ে তাঁর কিছু কিছু গল্পে Soul of humanity বা বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়।

আসলে তারাশঙ্কর মহৎ জীবনবাদী স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তিনি বর্তমানকালের মুকুটহীন সম্রাট; কিন্তু ছোটগল্পেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। কালের দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও তারাশঙ্কর ছিলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন ত্যাগে অনাগ্রহী। তাঁর চেনা-জানার জগৎ ছিল ব্যাপক, তাঁর দৃষ্টি সর্বত্র বিহারী। এই দৃষ্টির মধ্যে সমাজতত্ত্বের বিচিত্র রূপও বন্দী হয়ে আছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। আমাদের বর্তমান আলোচনা শিল্পী তারাশঙ্করের শিল্পিমানসের অপরূপতা প্রকাশে যেমন চেষ্টিত, তেমনি সমাজতত্ত্বের নিরিখে তাঁর ছোটগল্পগুলির বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের দৃষ্টির ব্যাপক প্রসারতা, বিশ্লেষণে সূক্ষ্মতা ও সহানুভূতিতে ঐকান্তিকতাও লক্ষণীয়। তাই তাঁর ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব উদঘাটনেও বৃহৎ-মহৎ-গাল্পিক, সার্বভৌম তারাশঙ্কর নূতনভাবে ধরা দিয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা।

* * * * * * * * * *

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের (একশত নব্বইটি) মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজনের লেখচিত্র (সংকেত পরপৃষ্ঠায়)

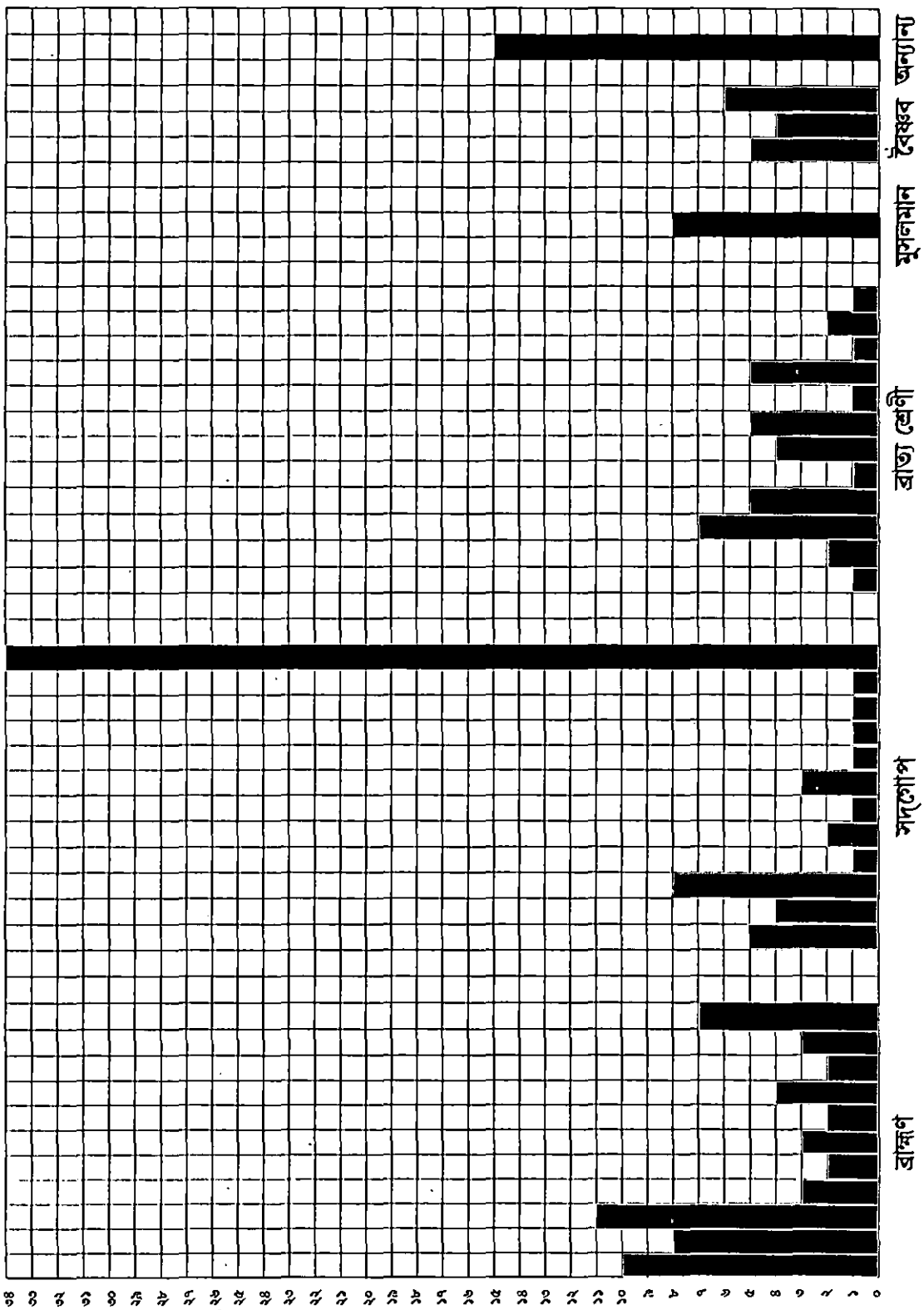

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের (একশত নব্বইটি) মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজন দেখানো হয়েছে। যথা—ব্রাহ্মণ, সদগোপ, ব্রাত্য, মুসলমান, বৈষ্ণব এবং অন্যান্য। এবার এইসব সম্প্রদায়ের পৃথক পদবী দেখা যেতে পারে—
পূর্বপৃষ্ঠায় লেখচিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হল ঃ—

১। ব্রাহ্মণ-মুখ্য গল্প - ৫৫

ক) মুখার্জী	১০
খ) ব্যানার্জী	৮
গ) চ্যাটার্জী	১১
ঘ) গাঙ্গুলী	৩
ঙ) আচার্য	২
চ) ভট্টাচার্য	৩
ছ) রায়	২
জ) চৌধুরী	৪
ঝ) চক্রবর্তী	২
ঞ) ঘোষাল	৩
ট) অন্যান্য	৭
	৫৫

৩। সদ্‌গোপ - ৬২

ক) মন্ডল	৫
খ) সরকার	৪
গ) রায়	৮
ঘ) দত্ত	১
ঙ) বেনে	২
চ) চন্দ	১
ছ) ঘোষ	৩
জ) পান্ডে	১
ঝ) পাল	১
ঞ) বোস	১
ট) দাস	১
ঠ) অন্যান্য	৩৪
	৬২

৩। ব্রাত্যশ্রেণী - ৩৫

ক) মুচি	১
খ) মাঝি	২
গ) বাউরি	৭
ঘ) বাগ্‌দী	৫
ঙ) কোনাই	১
চ) ডোম	৪
ছ) বেদে	৫
জ) মালাকার	১
ঝ) হাড়ি	৫
ঞ) জেলে	১
ট) সাঁওতাল	২
ঠ) চন্ডাল	১
	৩৫

৪। মুসলমান ৮

৫। বৈষ্ণব প্রধান গল্প ঃ- ১৫

ক) আখড়া বা জাত বৈষ্ণব	৫
খ) চাষী বৈষ্ণব	৪
গ) বাউল ও অন্যান্য	৬
	১৫

৬। অন্যান্য ১৫